গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
রাজস্ব ভবন
সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
www.nbr.gov.bd

ঢাকাঃ ১০ ফেব্রুয়ারি ২০১৬

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

চলতি ২০১৫-১৬ অর্থবছরে সরকারের অভ্যন্তরীণ সম্পদের ১,৭৬,৩৭১ (এক লক্ষ ছিয়াত্তর হাজার তিনশত একাত্তর) কোটি টাকা রাজস্ব সংগ্রহের গুরুদায়িত্ব জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের। এ বৃহৎ রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ সকল অংশীজনদের সহযোগিতায় নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। রাজস্ব সংগ্রহ সংক্রান্ত সার্বিক কর্মকান্ডের ক্ষেত্রে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, মাননীয় অর্থমন্ত্রী এবং মাননীয় অর্থ ও পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রীর সদয় রাজনৈতিক নির্দেশনাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে।

২০১৬ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি সোমবার মহান জাতীয় সংসদে অনুষ্ঠিত বৈঠকের প্রশ্নোত্তর পর্বে মাননীয় অর্থমন্ত্রী জনাব আবুল মাল আব্দুল মুহিত এমপি বলেন, চলতি অর্থবছরের ডিসেম্বর'১৫ পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৭৭,০৯৮ কোটি টাকা, আদায় হয়েছে ৬৮,০৮৩ কোটি টাকা, যেখানে বিগত বছরে আদায় হয়েছিল ৫৯,০৯৪.৯৪ কোটি টাকা। অর্থাৎ প্রবৃদ্ধি ১৫.২১%।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ১৯৭২-৭৩ অর্থবছরে ১৬৬ কোটি টাকা লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের মধ্য দিয়ে যাত্রা শুরু করে এবং ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে ১,৩৬,৭৪০ কোটি টাকা রাজস্ব আহরণ করে। ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা ধার্য্য হয়েছে ১,৭৬,৩৭১ কোটি টাকা যা আদায় করতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বদ্ধপরিকর। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের কর্মকর্তারা বর্তমানে একটি নীতি অনুসরণ করছেন " Keeping all options open but failure is not an option" **(ব্যর্থতা ছাড়া সকল পথ খোলা).**

বর্তমান অর্থবছরের অবশিষ্ট সময়ে এডিপি বাস্তবায়নের অগ্রগতি সন্তোষজনক, রপ্তানি আয় বৃদ্ধি এবং আমদানি প্রবাহ বৃদ্ধি, বিনিয়োগ বৃদ্ধি হলে উক্ত রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সহজতর হবে মর্মে তিনি আশা প্রকাশ করেন। জানুয়ারি'১৬ এর আদায়কৃত রাজস্বেও পূর্বের তুলনায় অধিকতর প্রবৃদ্ধি লক্ষ্য করা যাচ্ছে যা অত্যন্ত ইতিবাচক দিক বলে তিনি উল্লেখ করেন ।

ডিসেম্বর ২০১৫ পর্যন্ত রাজস্ব আদায়ের প্রবৃদ্ধি ১৫.২১%। ১৯৭২-৭৩ সাল হতে এ যাবত প্রথম ৬ মাসে মোট রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রার ৩৫% থেকে ৪০% আদায় হয়ে থাকে এবং পরবর্তী ৬ মাসে ৬০% থেকে ৬৫% আদায় হয়ে থাকে। সে ক্ষেত্রে ডিসেম্বর ২০১৫ পর্যন্ত আদায় মোট লক্ষ্যমাত্রার প্রায় ৩৯% অর্জিত হয়েছে।

উক্ত বৈঠকে 'সুশাসন ও উন্নততর আধুনিক ব্যবস্থাপনা কাঠামো'র আওতায় সরকার সম্প্রতি প্রশাসনিক ও সাংগঠনিক সংস্কারের মাধ্যমে ভ্যাট ও করনেট সম্প্রসারণক্রমে করবান্ধব ও ব্যবসাবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। ডিজিটাইজড জাতীয় রাজস্ব বোর্ড গঠনের লক্ষ্যে Tax Administration Capacity and Tax Payers Services কর্মসূচি, e-TIN প্রকল্প, VAT Online প্রকল্প ও Tax Online প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এ সকল উদ্যোগ গ্রহণের ফলে একদিকে যেমন করদাতারা নির্বিঘ্নে ও স্বচ্ছন্দে আয়কর রিটার্ন দাখিল ও সেবা গ্রহণ করতে পারবেন, অপরদিকে সরকারের রাজস্ব আদায়ও উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পাবে বলে বৈঠকে আশা প্রকাশ করা হয়। মাননীয় অর্থমন্ত্রী চলতি অর্থবছরের নির্ধারিত রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড গৃহীত নানামুখী পদক্ষেপের কথা উল্লেখ করেন যা নিম্নরুপঃ

- প্রতিটি মাঠ পর্যায়ের দপ্তরের রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য বিস্তারিত কৌশল ও কার্যক্রম বর্ণিত করে Budget Implementation Plan (BIP) ও Strategic Plan (SP) প্রণয়ন করা হয়েছে এবং তার অগ্রগতি নিয়মিত মনিটরিং করা হচ্ছে।

- কর্মকর্তাদের পারফরম্যান্স মনিটরিংয়ের লক্ষ্যে Annual Performance Agreement (APA) চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এছাড়া কর্মকর্তাদের Result based Performance মনিটরিং এর উদ্দেশ্যে মাসিক Report Card পদ্ধতি প্রবর্তন করা হয়েছে। ফলে তারা পূর্বের তুলনায় আরো তৎপর হয়ে Budget Implementation Plan (BIP) বাস্তবায়নে সচেষ্ট রয়েছেন।
- বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি (ADR) সক্রিয় করার মাধ্যমে বৃহৎ অংকের রাজস্ব জড়িত এমন মামলাসমূহের রাজস্ব সংগ্রহের প্রচেষ্টা চলমান রয়েছে।
- উচ্চতর আদালতে বিচারাধীন রাজস্ব মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে বিজ্ঞ অ্যাটর্ণি জেনারেল অফিসসহ সংশ্লিষ্টদের সাথে নিবিড় যোগাযোগ অব্যাহত আছে।
- বকেয়া আদায়ের জন্য সর্বাত্নক আইনগত প্রচেষ্টা যেমন Business Identification Number (BIN) লকের মাধ্যমে আমদানি কার্যক্রম স্থগিত, সার্টিফিকেট মামলা, ব্যাংক একাউন্ট জব্দ ইত্যাদি কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে।
- প্রতিটি দপ্তরের ৫০টি বৃহৎ করদাতা চিহ্নিত করে তাদের প্রদানকৃত রাজস্ব যথাযথ আছে কিনা তা নিবিড় মনিটরিং করা হচ্ছে।
- দেশের সমৃদ্ধশালী অঞ্চল (Growth Centre) সমূহ চিহ্নিত করে স্টেকহোল্ডারদের সাথে সংলাপ ও সহযোগিতার মাধ্যমে করনেট সম্প্রসারণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুসারে জণগণের উপর করের আওতা না বাড়িয়ে করনেট সম্প্রসারণের বিষয়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের যুগপোযোগি, সময়ানুগ ও গঠনমূলক নানামুখী সাহসী পদক্ষেপের প্রশংসা করে অর্থমন্ত্রী বলেন, বর্তমানে বাংলাদেশে নিবন্ধিত করদাতার সংখ্যা প্রায় ১৮ লাখ। এর মধ্যে ১১.৫০ লাখ করদাতা আয়কর রিটার্ন দাখিল করে থাকেন। তাই, করদাতার সংখ্যা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কর জরীপ কার্যক্রমকে আরো বেগবান করার জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ ও চেয়ারম্যান জাতীয় রাজস্ব বোর্ড জনাব মোঃ নজিবুর রহমান এ বিষয়ে বলেন, 'আমরা রাষ্ট্রের রাজস্ব ভান্ডারকে সুসংহত করার লক্ষ্যে ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করার দৃঢ় প্রত্যয়ে সকল অংশীজনদের সহযোগিতায় অহর্নিশ কাজ করে যাচ্ছি। বাজেট বক্তৃতায় মাননীয় অর্থমন্ত্রীর অন্যতম Political Guidance ছিল করনেট বৃদ্ধি বা কর ভিত্তি সম্প্রসারণ। এ লক্ষ্যে কর বিভাগ চলতি অর্থবছরে দেশব্যাপি মোট ৩ লক্ষ ২০ হাজার নতুন করদাতাকে কর নেটে আনয়নের লক্ষ্যে জরিপ কার্যক্রম শুরু করেছে। ইতোমধ্যে মাঠ পর্যায়ের কর অঞ্চলসমূহ হতে উক্ত জরীপ কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য কর অঞ্চল ভিত্তিক একাধিক জরীপ টিম গঠন করা হয়েছে। প্রতিটি জরীপ টিমের জন্য লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসের প্রতি সপ্তাহে একাধিক পত্রিকায় এবং জানুয়ারী থেকে মার্চ পর্যন্ত প্রতি পাক্ষিকে একাধিক পত্রিকায় আয়কর জরীপ সংক্রান্ত বিজ্ঞাপন প্রকাশসহ মাঠ পর্যায়ের কর অঞ্চলসমূহ হতে বহুমূখী প্রচারণামূলক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। তিনি আরো বলেন, জাতীয় জীবনের সর্বত্র একটি রাজস্ব বান্ধব, করদাতা বান্ধব সংস্কৃতি গড়ে তোলার জন্য দেশব্যাপি জাতীয় আয়কর দিবস ও আয়কর মেলা উদ্‌যাপন করা হয়েছে। মেলায় করদাতাগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে রিটার্ন দাখিল ও বিভিন্ন সেবা গ্রহণ করেছেন এবং নতুন করদাতাদের ব্যাপক সাড়া পরিলক্ষিত হয়েছে। আমরা আশা করছি, চলতি অর্থবছরে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক নতুন করদাতা সৃষ্টির এ লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব হবে।

বর্ণিত প্রেস বিজ্ঞপ্তিটি আপনার বহুল প্রচারিত মিডিয়ায় প্রচারের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সবিনয় অনুরোধ করা হলো।

১০/০২/২০১৫

(সৈয়দ এ, মু'মেন)
সিনিয়র তথ্য কর্মকর্তা

প্রাপক,

বার্তা সম্পাদক
সকল প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া।